যুগান্তর

তারিখ 28 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

মো. সিদ্দিকুর রহমান

প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্তনাদ

নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকের নিয়োগ পরীক্ষার জন্য অনার্স বা বিএ (পাস) উল্লেখ করা আছে। আগের নিয়োগ নীতি অনুযায়ী বিগত কয়েক বছর আগে নিয়োগকৃত অসংখ্য সহকারী শিক্ষক কর্তব্যনিষ্ঠার সঙ্গে এখন পর্যন্ত কাজে নিয়োজিত আছেন।

শিক্ষকরা বিভিন্ন সময়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ছাড়াও মার্কিং স্কিম এবং সিইনএড/ডিপইনএড প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষকতা পেশার জন্য কেবল এ প্রশিক্ষণগুলোই যথেষ্ট নয়, বিএড ও এমএড প্রশিক্ষণেরও গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু সহকারী শিক্ষক যারা এইচএসসি সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরিতে যোগদান করেছেন, তাদের এ প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এইচএসসি যোগ্যতায় নিয়োগকৃত শিক্ষকরা পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়ে কর্তব্যের পর বিএ/অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হলেও তাদের সার্ভিস বুকে শিক্ষাগত যোগ্যতা সংযোজন করা হচ্ছে না। বলা হয়, তারা পরীক্ষার আগে অনুমতি নেননি। কিন্তু অনুমতি চাইতে গেলে বলা হয়, চাকরি করে বেতন পাবেন আবার পড়াশোনাও করবেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, শিক্ষকরা যদি বিদ্যালয়ে সফলভাবে কর্তব্য পালনের সময় ঠিক রেখে বিদ্যালয় কার্যক্রমবহির্ভূত সময়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহলে অসুবিধা কোথায়? তাছাড়া একজন শিক্ষক তার দক্ষতা আর সমৃদ্ধির জন্য যে কোনো সময়ই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক তার পাঠদান কার্যক্রম সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে পারবেন। প্রতিনিয়ত নতুন নতুন অবিষ্কার বা কৌশলই পারে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল মেটাতে। আর এসব বিষয়ে উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে অবশ্যই একজন শিক্ষককে প্রকৃত অর্থে যথেষ্ট জানতে হবে। তাই শুধু চাকরির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী একজন শিক্ষক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে পরবর্তী সময়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বা সার্টিফিকেট সার্ভিস বুকে লিপিবদ্ধ করতে পারবে না, এটি কেমন নীতিমালা?

বস্তুত একজন শিক্ষক স্বভাবসিদ্ধভাবে অদম্য কৌশলী ও বিশদ জ্ঞানের অধিকারী হবেন। কিন্তু যেখানে সহকারী শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা আজকের প্রশ্ন। যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের পরও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, সেহেতু শেখানোর কৌশলেও নিত্যনতুন প্রয়োগ প্রয়োজন। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করায় শিক্ষকদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ ও পাঠসমৃদ্ধ জ্ঞানের প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের দ্বার উন্মোচনে বিরাট বাধা হয়ে আছে নিয়োগপূর্ব নীতিমালা। শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বা এর প্রয়োগে পাঠদান কি দোষের?

আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিত্যনতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ঠিকই; কিন্তু শিক্ষিত জাতি গঠনের হাতিয়ার শিক্ষকদের মেধা বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করা হচ্ছে। শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আন্তরিক হওয়ার পরিবর্তে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আগামী প্রজন্মকে সীমিত জ্ঞান নিয়ে স্বপ্ন দেখার জন্য গড়ে তুলবে। এ স্বপ্ন জাতিকে ঠেলে দেয় এক অমাবস্যার অন্ধকারের দিকে। প্রশিক্ষণ বা উচ্চশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। একজন শিক্ষক উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ফলে হয়ে উঠতে পারেন বহুমুখী কৌশলের অধিকারী।

বেশির ভাগ উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষকরা নতুন স্কেলে বেতন পায়নি। বকেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। প্রাথমিকের সবকিছুতে বিলম্ব বা টালবাহানা যেন স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গেছে। এছাড়া প্রাথমিকের সহকারীদের বেতন বৈষম্য দূর করার কাজ চলছে ধীরগতিতে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, এমনকি প্রধানমন্ত্রী সদয় থাকার পরও এ-সংক্রান্ত ফাইল কোন জটে আটকে আছে?

যেহেতু প্রধানমন্ত্রীই সবশেষ আশা-ভরসার স্থল তাই তার কাছে প্রার্থনা, বিষয়টার দিকে একটু সুদৃষ্টি দিন। এতে শিগগিরই এ শিক্ষকরা তাদের প্রাপ্য সুবিধাটুকু পেতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে রক্ষা পাবেন প্রাথমিক শিক্ষকরা। মুক্ত হবে শিক্ষকদের যন্ত্রণা আর শিক্ষকদের পাশাপাশি স্বস্তি পাবে শিক্ষার্থীরা। প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের প্রত্যাশায় রইলাম।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*